ঈদুল ফিতরের খুতবা

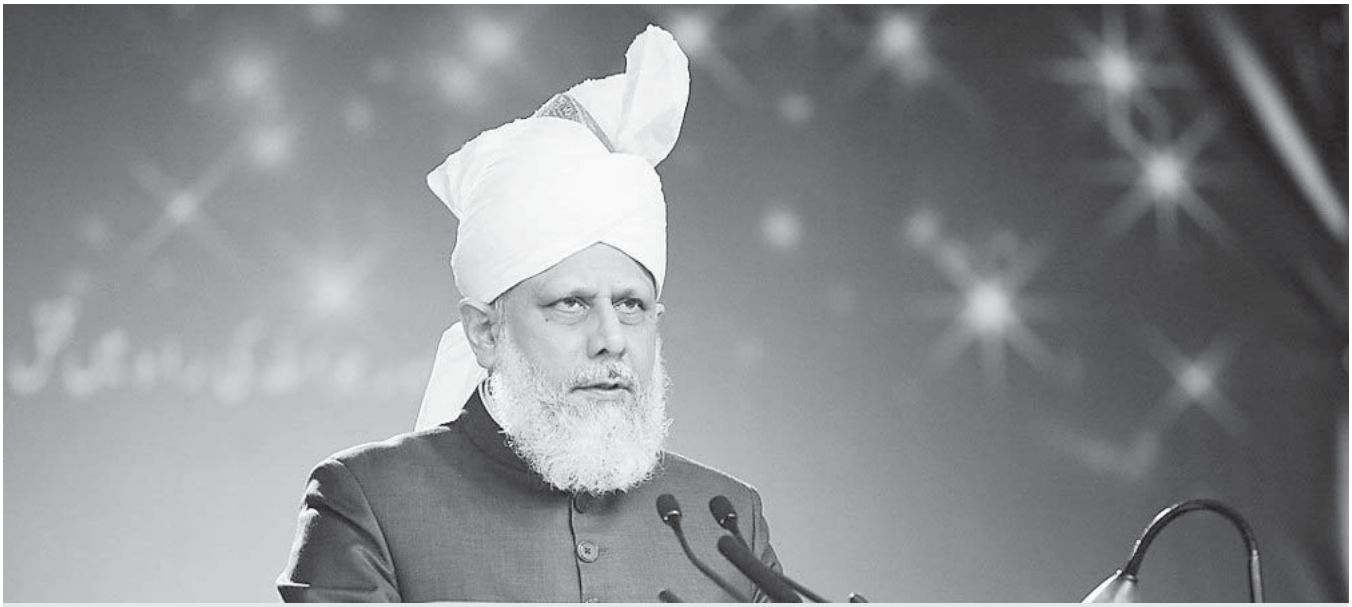

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ জুন ২০১৭ তারিখের ঈদুল ফিতরের খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ ঈদের দিন, খুশির দিন, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে আমরা ঈদ উদযাপন করি। আল্লাহ্ তা'লা মানুষের স্বভাব চরিত্রকে দৃষ্টিপটে রেখে ঈদের খুশি উদযাপনের দিন নির্ধারণ করেছেন। মানবীয় স্বভাব এটি চায় যে সে তার নিজের লোকদের সাথে , বন্ধুদের সাথে একত্রে আনন্দ করবে আর এমন উপায় উপকরন সৃষ্টি করে যখন কিনা এভাবে একত্রিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ হয়। পৃথিবীতে আমরা দেখি অন্যান্য জাতি সমুহ এবং অন্যান্য ধর্মেও এই মানবীয় স্বভাব অনুযায়ী তারাও নিজেদের খুশি, আনন্দ উদযাপনের দিন নির্ধারন করে রেখেছে কিন্তু এই সব জাতিসমুহের আনন্দের দিনে সেই সমষ্টিগত আনন্দ পরিলক্ষিত হয়না যা ইসলামের মাঝে রয়েছে। ইসলামী ঈদ ও খুশির দিনে এটিও একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে এই দিনে ঈদের নামায ও ঈদের খুতবাও রয়েছে। রসুল করীম (সা.) আমাদেরকে ঈদের খুতবা পাঠ করে বলেছেন যে, যেখানে লোকেরা ঈদের খুশি উদযাপন করবে সেখানে যেন তারা খোদা তা'লার কথাও শুনে এবং তাঁর ইবাদত করার জন্যও যেন একত্রিত হয়। আল্লাহ তা'লা মানুষের উপর যে দুটি দায়িত্ব অর্পন করেছেন সেটিও যেন প্রকাশিত হয়। সেই দুটি দায়িত্ব কি? একটি হল আল্লাহ্‌র অধিকার আদায় করা এবং অপরটি হল বান্দার অধিকার আদায় করা। এখন আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায় করার জন্য আমরা অন্যান্য দিনগুলোতেও ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি দেই এবং পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করি। অতএব ঈদের দিনে এই খুশি উদযাপনের দিনে আমাদের উপর ছয়টি নামায ফরয হয়ে যায়।একজন জাগতিক ব্যক্তি তো এটিই বলবে যে এটি ভালো ঈদ যাতে আনন্দ ও খেলাধুলার পরিবর্তে নামায আবশ্যকীয় করা হয়েছে তারপর আবার ইবাদতের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে। কিন্তু একজন প্রকৃত মোমেন এটি মনে করে যে প্রকৃত খুশি তো এরই মাঝে নিহিত যখন কিনা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা হয় এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়, তিনি আমাদের এই সুযোগ প্রদান করেছেন, যখন আমরা তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায় করব, তাঁর বান্দার অধিকারও আদায় করব সেই সাথে নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে একত্রে আনন্দও উদযাপন করব। এই দিনে যখন কিনা আমাদের উপর ছয়টি নামায ফরয হয়ে যায় সেই সাথে আমরা এটিও জানি যে তখন আমরা সুরা ফাতিহাও অতিরিক্ত পাঠ করি। সুরা ফাতিহা প্রত্যেক নামাযে এবং প্রত্যেক রাকাআ'তে পড়া আবশ্যকীয়।সুরা ফাতিহায় আমরা যখন 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' বলি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তখন এটি আল্লাহ্ তা'লার হামদ, তাসবীহ ও তাহমীদ। অন্যান্য দিনগুলোতে আমরা ফরয নামায ও সুন্নত নামাযগুলোতে ৩২ বার সুরা ফাতিহা পাঠ করি 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' বলি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আর ঈদের দিনে ৩৪ বার 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' পাঠ

করে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, যারা নফল আদায় করেন তারা তো এর চেয়েও বেশি পাঠ করে থাকেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ শব্দের মাঝে মুসলমানদের এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে যখন তাকে প্রশ্ন করা হবে ও জিজ্ঞেস করা হবে তার প্রভু-প্রতিপালক কে? তখন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এটি ওয়াজিব, তারা এই উত্তর দিবে যে আমার প্রভু-প্রতিপালক তিনি যার জন্য সকল প্রশংসা এবং প্রত্যেক ধরনের উৎকর্ষতা ও মহিমা আল্লাহ্ তা'লার জন্যই।

পুনরায় আলহামদুলিল্লাহ সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট করতে গিয়ে এক স্থানে সুরা ফাতেহা সম্পর্কে তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ যার অর্থ হল সকল প্রশংসা ও গুনকীর্তন সেই সত্ত্বার জন্যই যার নাম আল্লাহ্। আর এই বাক্য আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা এ কারনে শুরু হয়েছে যে, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল খোদা তা'লার ইবাদত যেন আত্মার আবেগ, অনুরাগে ও ভালোবাসায় হয়। ইবাদত যেন শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে মাথা থেকে বোঝা নামানোর জন্য না হয় বরং অন্তর থেকে হয় এবং ইবাদতের জন্য যেন একটি অনুরাগের সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, আর এমন অনুরাগ যা প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসায় পরিপুর্ণ তা কখনই কারো জন্য সৃষ্টি হতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত না এটি প্রমানিত হয় যে সে ব্যক্তি এমন গুনাবলীর আধার যাকে দেখে অবলীলায় হৃদয় প্রশংসা করতে থাকে। মানুষ যদি গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে তাহলে দেখবে যে আল্লাহ্ তা'লাই সেই সত্ত্বা যার জন্য প্রকৃত প্রশংসা ও গুণকীর্তন হতে পারে কেননা তিনিই সকল গুণাবলীর আধার। তিনি বলেন, এটি প্রকাশ থাকে যে পরিপুর্ণ প্রশংসা দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যের জন্য হয়ে থাকে, একটি হল সৌন্দর্য্য এবং অপরটি হল অনুগ্রহ। যখন কারো মাঝে এই দুইটি বিষয় থাকে কেবল তখনই তার প্রশংসা হতে পারে, একটি তার সৌন্দর্য এবং অপরটি অনুগ্রহ। মানুষ কেবল তখনই প্রশংসা করে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তিনি বলেন আর যখন কারো মাঝে এই দুটি বৈশিষ্ট্য একত্রে থাকে তখন তার জন্য হৃদয় উৎসর্গীকৃত হয়ে যায় এবং কুরআন শরীফের বড় অর্থ এটিই যে খোদা তা'লার দুটি বৈশিষ্ট্যই সত্বান্বেষীদের কাছে প্রকাশ করে যেন এই অতুলনীয় সত্ত্বার দিকে লোকেরা আকৃষ্ট হয়। পবিত্র কুরআন করীমও এটিই চায় যে আল্লাহ্ তা'লার এই অপরুপ সৌন্দর্য ও অপার অনুগ্রহ যেন লোকদের কাছে প্রকাশিত হয় যেন লোকেরা আল্লাহ্ তা'লার দিকে একটি বিশেষ অনুরাগ, আবেগ ও ভালোবাসা নিয়ে আসে। তিনি বলেন, হৃদয়ের আবেগ ও ভালোবাসায় যেন তাঁর ইবাদত করা হয়। তিনি বলেন যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা সকল গুনাবলীর আধার এ কারনে সব ধরনের গুণ বা বৈশিষ্ট্য এতে রয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁর সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে কেননা সকল গুণাবলী এতে একত্রিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় মানুষ কেননা মানুষ আল্লাহ্ তালার সকল সৃষ্টি থেকে উপকৃত হয়। মানুষের উপর আল্লাহ্ তা'লার এটি অনেক বড় অনুগ্রহ যে আল্লাহ্ তা'লা যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন তা মানুষের উপকারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ যখন ইচ্ছে তখনই তা থেকে উপকৃত হতে চাইলে হতে পারে। অতএব আমাদের কতটা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে তাঁর গুনাবলী থেকেও যে সৌন্দর্য বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকেও যা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর কল্যাণের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে আর এ থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে।

অতএব আমদের উপর এটি আবশ্যকীয় যে আমরা যেন আন্তরিকভাবে তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায় করি। আর এ বিষয়টি এটিও দাবি রাখে যে, আমরা যেন প্রকৃত ইবাদতকারী হই এবং তাঁর আদেশ নিষেধের উপরে আমলকারী হই। আর মুসলমান হিসেবে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন একজন সাধারণ মানুষের তুলনায় আমাদের উপর অনেক বেশি আবশ্যকীয়। মুসলমান হওয়ার কারণে আমাদের উপর আল্লাহ তা'লা তাঁর অধিকারের পাশাপাশি এটিও দায়িত্ব বর্তায় যে আমরা যেন বান্দার অধিকার আদায়কারী হই। আল্লাহ্ তা'লার এই সৌন্দর্য্য ও অনুগ্রহ যার বহিঃপ্রকাশ তিনি স্বীয় বান্দাদের সাথে করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য এটিও আবশ্যকীয় যে আমরাও যেন আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির সাথে নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সদাচরণ করি। আর যদি আমরা এমনটি করি কেবল তবেই আমরা 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' -এর সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করে তারপর এটিকে নিজেদের অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশকারী হব। যেখানে ইবাদতের অধিকার আদায় করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি অধিকারও আদায়কারী হব। নিজ ভাইদের সাথে আচরণ করা, শান্তি, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার বার্তা চারপাশে ছড়িয়ে দেয়া এবং সমাজে ভালবাসার সাথে বসবাস করা একে অপরের অধিকার প্রদান করে বসবাস করা প্রকৃত ও যথার্থ ঈদের আনন্দ উযাপনকারী হিসেবে পরিণত করে।

অতএব এই দিকে আমাদের আনন্দের দিক থেকেও চেষ্টা প্রচেষ্টা করা উচিত। শুধু মাত্র ব্যক্তিগত আনন্দই যেন না হয় বরং পরিবেশের প্রতিটি স্তরে আমরা যেন আনন্দ পৌঁছাতে পারি। এ বিষয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেকগুলো উদ্ধৃতি রয়েছে। সেখান থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি যা আমাদেরকে বলে দেয় যে, কিভাবে আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী সদগুণাবলীর উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারি। যাদের যতটুকু সাধ্য ও সামর্থ্য রয়েছে তাদের এর উপরে আমল করা উচিত। কেননা প্রকৃত ঈদের আনন্দ আমরা তখনই অর্জন করতে পারব যখন আমরা এই মান অর্জনের চেষ্টা করব। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "খোদা তা'লার সাথে পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনের নাম নেকী বা পূণ্যকর্ম। আর প্রতিটি শিরা উপশিরায় তাঁর প্রেম সঞ্চারিত হওয়া, যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতাইযিল কুরবা'।

তিনি বলেন, খোদা তা'লার সাথে ন্যায় বিচার এটিই যে তাঁর অনুগ্রহরাজিকে স্মরণ করে তাঁর আনুগত্য করা (আল্লাহ্ তা'লার অগণিত অনুগ্রহরাজি রয়েছে সেগুলোকে স্মরণ কর এবং তারপর খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। তাঁর আনুগত্য কর। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন কর। এটিই আল্লাহ্ তা'লার সাথে ন্যায় বিচার করার অর্থ) কাউকে তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করো না এবং তাঁকে স্বরূপ জানো। (আল্লাহ্ তা'লার স্বরূপ এবং তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে জানো) আর এবিষয়ে যদি উন্নতি সাধন করতে চাও (তবে পরবর্তী ধাপ হলো) ইহসান বা অনুগ্রহ। (এখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মানুষ কী অনুগ্রহ করবে) তিনি বলেন, আর তা হলো, তাঁর সত্তার উপর এমনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেন সে স্বয়ং তাঁকে দেখছে। (আল্লাহ্ তা'লার সত্তার উপর এমন বিশ্বাস যেন হয়ে যায় যে মানুষ সর্বদা এটি মনে করে যে, আমি খোদা তা'লাকে দেখছি)। আর যারা তোমার সাথে সদাচরণ করে নি তাদের সাথেও সদাচরণ কর। আর

যদি তার চেয়ে বেশি সদাচরণ চাও তবে নেকীর আরেকটি ধাপ হলো প্রকৃতিগতভাবেই খোদা তা'লাকে ভালবাস। বেহেশতের আকাঙ্খাতেও নয় এবং দোযখের ভয়েও নয়। (লোকদের সাথেতো মানুষ এমন করে যে, যাদের সাথে সদাচরণ করা হয় নি তাদের সাথে তার চেয়ে বেশি সদাচরণ করে মানুষ, কিন্তু এটি নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কাছে এ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছার জন্য কী করা প্রয়োজন। প্রকৃতগতভাবেই আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাস। আল্লাহ্ তা'লাকে আমাদের ভালবাসা উচিত। কেননা তাঁর গুণাবলি অগণিত এবং তাঁর অনুগ্রহও অগণিত রয়েছে। একারণে নয় যে, এর প্রতিদানে আমরা জান্নাত লাভ করব বা না করার কারণে জাহান্নামের ভয় থাকবে)। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাস। এই মর্যদা হলো আল্লাহ্ তা'লার ইতাইযিল কুরবা। তিনি বলেন, বরং যদি আবশ্যকীয় করা হয়, না জান্নাত রয়েছে না দোযখ। তবুও ভালাবাসার প্রেরণা ও আনুগত্যে যেন তারতম্য না আসে।এমন প্রেম ভালবাসা যখন আল্লাহ্ তা'লার সাথে হবে তখন এতে একটি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে। আর এতে কোন ঘাটতি থাকবে না।

পুনরায় তিনি বলেন, সৃষ্টজীবের সাথে এমন আচরন কর যেন তুমি তাদের প্রকৃত আত্মীয়। এ স্তর সবচেয়ে অগ্রগন্য কেননা অনুগ্রহের মাঝে একটি ধাতু লোক দেখানো হয়ে থাকে আর যদি কেউ অকৃতজ্ঞতা করে তখন অনুগ্রকারী তৎক্ষনাত বলে উঠে যে আমি তোমার সাথে অমুক অনুগ্রহ করেছি। কিন্তু শিশুর সাথে মায়ের যে স্বভাবজ প্রকৃত ভালোবাসা এর সাথে কোন ধরনের লৌকিকতা বা স্বার্থ থাকেনা (না কোন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে থাকে আর না কোন স্বার্থে করে থাকে)। বরং যদি কোন বাদশাহ একজন মা কে এই আদেশ দেয় যে তুমি যদি এই শিশুকে হত্যাও কর তবুও তোমাকে কোন জবাবদিহিতা করতে হবে না। সেই মা কখনও এই কথাতে সম্মত হবেনা বরং সে এই বাদশাহকে গালি দিবে। যদিও সে জানে যে এই শিশুর যুবক বয়সে উপনীত হতে হতে সে মারা যাবে কিন্তু তারপরও ব্যক্তিগত ভালোবাসার কারনে সে শিশুর প্রতিপালন পরিত্যাগ করবে না। তিনি বলেন অধিকাংশ সময় মা বাবা বৃদ্ধ হয়ে যান এবং তাদের সন্তান হয়। সন্তানের থেকে উপকৃত হওয়ার কোন আশা বাহ্যত তাদের থাকেনাকিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাকে ভালোবাসে এবং তাকে লালন পালন করে। এটি একটি প্রকৃতিগত বিষয়, যে ভালোবাসা এ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায় এরই ইঙ্গিত ইতাইযিল কুরবা এর মাঝে করা হয়েছে। এ ধরনের ভালোবাসা খোদা তা'লার সাথে হওয়া উচিত, না কোন পদমর্যাদার আকাঙ্খায় আর না কোন লাঞ্ছনার ভয়ে।

এই উদ্ধৃতির মাঝে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আমাদেরকে আমাদের দুই ধরনের অধিকারের ধাপ অর্জনের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়েছেন। আল্লাহ তা'লার অধিকার ও তাঁর সাথে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এবং আলহামদুলিল্লাহ এর প্রকৃত তত্ত্ব ও আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ তা'লার বান্দার সাথে উত্তম আচরন ও সম্পর্কের ধাপ সম্পর্কেও বলে দিয়েছেন আর এটিই সেই নীতি যা পৃথিবীর প্রকৃত আনন্দ ও শান্তির নিরাপত্তা বিধায়ক হতেপারে।

তারপর সৃষ্টজীবের অধিকার ও নিজেদের সাথে সম্পর্ককে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ককে আরো সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ননা করেছেন। বিষয় তো তাই কিন্তু কিছু বাক্যে নতুন কিছু এসে যায়। তিনি বলেন, খোদা তা'লা তোমাদের থেকে কি চান, শুধু এতটুকুই যে তোমরা মানবজাতির সাথে ন্যায়বিচার কর। এরচেয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে তাদের সাথেও নেকী কর যারা তোমাদের সাথে কোন ধরনের নেকী করেনি। তারচেয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে তোমরা সৃষ্টিকর্তার সাথেএমন সহানুভূতি প্রদর্শন কর যেন তোমরা তাঁর প্রকৃত আত্মীয়।

এখন দেখুন পুন্যকাজের মেরাজ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে, বলা হয়েছে যারা নেকী করেনা তাদের সাথেও নেকী কর। এটিই একজন প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য। যারা নেকী করে, কোন ধরনের অনুগ্রহের আচরন করে তাদের সাথে তো তোমরাও নেকী করেই থাক কিন্তু যারা নেকী করছেনা তাদের সাথে নেকী করাই হচ্ছে প্রকৃত নেকী। পুনরায় তিনি বলেন, তোমরা সৃষ্টিকর্তার সাথে এমন সহানুভূতি প্রদর্শন কর যেন তোমরা তাঁর প্রকৃত আত্মীয়, যেভাবে মায়েরা তাদের সন্তানদের সহানুভূতি প্রদর্শন করে থাকে। এখন যারা নেকী করেনা তাদের শুধুমাত্র ন্যায়বিচারই করোনা বরং তাদের প্রতি অনুগ্রহও কর। তিনি বলেন তারপর অনুগ্রহের চেয়ে আরো একটু অগ্রসর হয়ে তাদের সাথে সেভাবে আচরন কর যেভাবে মায়েরা তাদের সন্তানদের সাথে আচরন করে থাকে। কেননা অনুগ্রহের মাঝে এক ধরনের লৌকিকতা প্রচ্ছন্ন থাকে আর কখন কখন অনুগ্রহকারী তার অনুগহের খোঁটাও দিয়ে থাকে। কিন্তু সে যে কিনা মায়ের মত প্রকৃতিগত কারনে নেকী করে সে কখনও লৌকিকতা করতে পারেনা। অতএব নেকীর শেষ পর্যায় হল প্রকৃতিগত জোশ যা মায়ের মত হয়। আর এই আয়াত শুধুমাত্র সৃষ্টজীবের জন্যই নয় বরং খোদা তা'লা সম্পর্কিতও। খোদা তা'লার সাথে ন্যায়বিচার বলতে বুঝায় তাঁর অনুগ্রহরাজিকে স্মরন করে তাঁর আনুগত্য করা। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করেছেন। আর খোদা তা'লার সাথে অনুগ্রহ করার অর্থ হল তাঁর সত্ত্বায় এমন ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেন তাঁকে দেখছে। আর খোদা তা'লার সাথে 'ইতাইযিল কুরবা' এর অর্থ হল তাঁর ইবাদত যেন জান্নাতের আকাঙ্খায় বা জাহান্নামের ভয়ে না হয় বরং যদি বলা হয় যে না জান্নাত আছে না জাহান্নাম, তখনও যেন ভালোবাসা ও আনুগত্যে যেন কোন পার্থক্য না আসে। ছোট ছোট বিষয়ে লোকেরা বলে বসে যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শুনেননি, এই সমস্যা হয়েছে, অমুক সমস্যা হয়েছে ফলে আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে অভিযোগ সৃষ্টি হতে থাকে। তাঁর অনুগ্রহরাজিকে স্মরন করেনা। অতএব তিনি বলেন, তাঁর অনুগ্রহরাজিকে স্মরন কর তাঁর পুরস্কার সমুহকে স্মরন কর এবং প্রকৃতিগত জোশের সাথে তাঁকে ভালোবাস। অতএব এ হল মানদণ্ড যা আমাদের অর্জন করতে হবে আর প্রকৃত খুশি আমরা তখনই লাভ করব যখন আমরা এটি লাভ করব। আমাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার অগণিত অনুগ্রহ রয়েছে আর দৈনিক আমরা এর চেয়েও বেশি অনুগ্রহ লাভ করে থাকি এগুলোকে স্মরন করে আল্লাহ তা'লার আনুগত্য করাএকটি বিষয়। আর এমন অনেকেই আছে যারা আলহামদুলিল্লাহ বলার পর তাঁর কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করে না। অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ পর্যন্ত বলেনা বা কোন ভাবেই কোন বাক্যের মাধ্যমেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। আর খুশির মুহুর্তে তো একেবারেই ভুলে যায় যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের থেকে কি চান। তারপর মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সাথে আর কি অনুগ্রহ করবে। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যিনি সব সময় আমাদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন ও তরবীয়ত করে থাকেন তিনি বলেন যে আল্লাহ্ তা'লার সাথে অনুগ্রহের সম্পর্ক এটি যে তাঁর অনুগ্রহরাজিকে স্মরন করে তাঁর সাথে সম্পর্কের দিক থেকে এতটা

অগ্রসর হও যে তুমি স্বয়ং খোদা তা'লাকে দেখছ। একজন প্রকৃত মোমেনের লক্ষন এটিই। আল্লাহ্ তা'লা এই অবস্থা আমাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করার তৌফিক দান করুন আর আমরা যেন তাঁর এভাবে ইবাদতকারী হই যাতে কোন স্বার্থ থাকবে না আর তা যেন শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাতেই হয়। আর শুধুমাত্র যেন তাঁর অনুগ্রহরাজিকে সামনে রেখে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা না হয়। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বিস্তারিতভাবে বলেন। হুজুর বলছেন বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠ করব। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, তোমাদের জন্য খোদা তা'লার নির্দেশ এই যে তোমরা তাঁর সাথে এবং তাঁর সৃষ্টির সাথে ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার অধিকার প্রদান কর আর এর চেয়েও যদি বেশি কিছু করতে পার তাহলে শুধু ন্যায় প্রতিষ্ঠাই নয় বরং অনুগ্রহ কর অর্থাৎ অবশ্য করণীয় এর চেয়েও বেশি এবং এমন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে খোদা তা'লার ইবাদত কর যেন তুমি খোদা তা'লাকে দেখছ। অবশ্য করণীয় ইবাদত তো আল্লাহ্ তা'লাই ফরয করেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায রয়েছে,ঈদ এবং জুমআ ফরয করেছেন। আর প্রকৃত অনুগ্রহ হল তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায় করা, নফলসমুহ ও মানুষের প্রশংসা করার দিকেও যেন মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এবং লোকদের সাথে মানবতাপুর্ণ সদাচরন কর। যার যতটুকু ভালোবাসা, আদর-স্নেহ পাওয়ার অধিকার আছে তার চেয়ে বেশি ভালোবাস, আদর স্নেহ কর। আর যদি এর চেয়েও বেশি করা সম্ভব হয় তাহলে কোন উদ্দেশ্য ছাড়া এবং নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং সৃষ্টির সেবা কর যেভাবে কোন নিকটাত্মীয় করে থাকে। পুনরায় মানবজাতির সাথে সহানুভূতি ও উত্তম আচরন সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, নিজ ভাইদের সাথে ও মানবজাতির সাথে ন্যায় বিচার কর এবং নিজ অধিকারের চেয়ে বেশি কিছু আবেদন কর না এবং ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। কোন প্রকার বাড়াবাড়ি তার সাথে করনা, যতটুকু অধিকার প্রাপ্য ততটুকু নাও কিন্তু অন্যের অধিকার হরন করে নিজের প্রাপ্য অধিকারের চেয়ে বেশি আদায় করতে যেও না। কেননা এটি ন্যায় বিচারের দাবী পূর্ণ করে না। একারনে ন্যায় বিচার হল ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং নিজের অধিকারের চেয়ে বেশি কিছু আকাঙ্খা করনা। কতক লোক মোকদ্দমার সময় নিজ অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। তিনি বলেন যদি এ পর্যায় থেকে উন্নতি করতে চাও তাহলে রয়েছে অনুগ্রহের স্তর আর তা হল তুমি তোমার ভাইয়ের মন্দের বিপরীতে নেকী কর। প্রথমে যিনি নেকী করেনি তার সাথেও নেকী কর। তিনি বলেন তোমার সাথে যে খারাপ আচরন করছে, তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তার সাথেও নেকী কর এরই না এহসান বা অনুগ্রহ। আর তার দেয়া কষ্টের বিপরীতে তুমি তাকে আরাম পৌঁছাও। সে তোমাকে দুঃখ দিলে তুমি তাকে আনন্দ দাও,আরাম দাও এবং উত্তম আচরন কর তার সাথে এবং তাকে সাহায্য কর। তিনি বলেন এরপর হল ইতাইযিলকুরবা এর স্তর আর তা হল তুমি যতটুকু তোমার ভাইয়ের সাথে নেকী করবে বা যতটুকু মানবজাতির সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করবে এরচেয়ে অন্য কোন ধরনের অনুগ্রহ গ্রহনীয় নয় বরং প্রকৃতিগতভাবে অনিচ্ছায় কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত তা তোমার দ্বারা সংঘটিত হয়, যেভাবে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কারনে এক আত্মীয় অপর আত্মীয়ের সাথে নেকী করে থাকে। একজন নিকটাত্মীয় নিকটাত্মীয়ের সাথে, এক ভাই অপর ভাইয়ের সাথে এবং এক মা তার সন্তানের সাথে যেভাবে করে থাকে ঠিক সেভাবেই নেকী কর।

অতএব এটি চারিত্রিক উন্নতির শেষ মার্গ। চারিত্রিক উনইতর শেষ মার্গ হল এভাবে নেকী কর। আর এরই নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা প্রদান করেছেন যে সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির ক্ষেত্রে যেন কোন ধরনের ব্যক্তি স্বার্থ ও উদ্দেশ্য না থাকে বরং ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও মানবীয় আত্মীয়তার জোশ এই উত্তম পর্যায়ে যেন উন্নীত হয় যে স্বয়ং কোন ধরনের কষ্ট, রীতি নীতির কারনে কোন ধরনের কৃতজ্ঞতা,বা দুআ বা অন্য কোন ধরনের প্রতিদানের আশায় না হয়ে তা যেন শুধুমাত্র প্রকৃতিগত জোশের সাথে সম্পাদিত হয়। এমন ভাবে যেন হয় যে এতে কোন কষ্ট যেন না হয়, কোন আকাঙ্খাও যেন না থাকে যে মানুষ আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে আর আমি যদি তার জন্য নেকী করি তাহলে সে আমার জন্য দোয়া করবে। কোন ধরনের আকাঙ্খা ব্যতীত যদি নেকী কর তাহলেই তা প্রকৃত নেকী যা প্রকৃতিগত জোশের দ্বারা হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন সম্পর্কে বারংবার একাধিক স্থানে আমাদের নসীহত করেছেন বরং এক স্থানে তিনি এটিও বলেন যে কতক লোক এমন রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র অধিকার আদায় করে,নামাযও পড়ে, রোযাও রাখে বাহ্যত খুবই ইবাদতকারী ও নেক মনে হয় কিন্তু যেখানেই সৃষ্টজীবের অধিকার প্রদানের বিষয় সামনে আসে সেখানে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়ে যায়, তার নেকীর মানদণ্ড বদলে যায় আর এটিই বাস্তবতা। আমার কাছেও লোকেরা মাঝে মধ্যে লিখে থাকেন লোকদের প্রকৃত আচরন সম্পর্কে। বাস্তবে এমনটিই হয়ে থাকে বরং কিছু মহিলা তো তাদের স্বামীদের সম্পর্কে লিখে আর কিছু বাচ্চারা তাদের বাবা সম্পর্কে লিখে যে আমাদের স্বামী বা বাবা মসজিদেও যায় জামাতের কাজও করে কিন্তু ঘরে তাদের আচরন খুবই খারাপ। বরং এমনটি দেখে কতক বাচ্চার উপর এমন নেতীবাচক প্রভাব পরে যে তারা জামাত থেকে ও জামাতী কর্মকাণ্ড থেকেও দুরে সরে যায়। যদি স্ত্রী সন্তানের উপর কোন স্বামী বা পুরুষের অভিযোগ থাকে তাহলে তাদের সাথে বাড়াবাড়ি না করে তাদেরকে আরামের সাথে ভালোবাসার সাথে বুঝানো যেতে পারে। বান্দার অধিকার শুধু এতটুকুই নয় যে বাইরে লোকদের সামনে যেয়ে কাউকে সাহায্য করা ও খেদমত করা বরং সর্ব প্রথম ও আবশ্যকীয় দায়িত্ব হল নিজ ঘরে অদিকার প্রদান করা। বাইরে যেয়ে অন্যদের সাথে নিকটাত্মীয়ের আচরন করবে আর যারা নিকটের তাদের সাথে দুরের লোকদের ন্যায় আচরন করবে এটি কোন ভাবেই বৈধ নয়। আল্লাহ্ তা'লাও উত্তম আচরনের যে ধারাবাহিকতা বর্ননা করেছেন এতেও নিকটাত্মীয় থেকেই শুরু করেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে বলেন,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ﴿۳۷﴾

(সূরা আন নিসা: ৩৭) অর্থাৎ আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাহার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম, অভাবী, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয়

প্রতিবেশী, সঙ্গীসহচর, পথাচারী ও তোমাদের অধিকারভুক্তদের সাথেও (সদয় ব্যবহার কর)। নিশ্চয়ই অহংকারী ও দাম্ভিককে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

অতএব এটিই সেই ধারাবাহিকতা যা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। মা বাবার পরে সবচেয়ে কাছের লোক হল স্ত্রী, সন্তান, ভাই, বোন তারপর সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি। এর ও প্রকারভেদ রয়েছে যেমন প্রতিবেশি, আত্মীয় প্রতিবেশি, অনাত্মীয় প্রতিবেশি রয়েছে বরং প্রতিবেশির তালিকা তো এত দীর্ঘ যে এক স্থানে তিনি বলেন তোমাদের আশপাশের চল্লিশ ঘর, শতশত ঘর পর্যন্ত তোমাদের প্রতিবেশিই প্রতিবেশি। তারপর কোন সভাতে সাথে যারা বসেন, মসজিদে আসেন, জুমআতে আসেন এরা সবাই প্রতিবেশি হয়ে যায়। মুসাফিরদের সাথে যখন সফর করা হয় তখন তারাও প্রতিবেশি হয়ে যায় তখন তার সাথেও উত্তম আচরন করা এবং যার অধিনস্থ হয়েছে তার সাথে উত্তম আচরন করা, তাদের সকলের সাথে সহানুভিুতি প্রদর্শন করা। এটিও স্মরন রাখা উচিত যে এই ধারাবাহিকতায় সকলের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। এমন নয় যে একজনের অধিকার আদায় করবে আর অন্য জনের অধিকার আদায় করবে না বরং প্রত্যেকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। একারনে কারো অধিকার খর্ব হওয়া উচিত নয়। পুনরায় তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করিওনা, নিজ পিতা মাতার সাথে সদাচরন কর এবং নিকটাত্মীয়ের সাথেও। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন, এ বাক্যে সন্তান সন্ততি, ভাই, কাছের ও দুরের সকল আত্মীয়ই এর মাঝে চলে এসেছে। পরিবারের সদস্যরা, সন্তান সন্ততি, ভাই, কাছের ও দুরের সকল আত্মীয়ই চলে এসেছে এই আত্মীয়তার মাঝে।তিনি বলেন, এতীমদের সাথেও অনুগ্রহ কর এবং মিসকীনদের সাথেও আর এমন প্রতিবেশি যারা তোমার পরিচিত ও অপরিচিত আর এমন বন্ধু ও সাথী যে কোন কাজে অংশ নিয়েছিল বা কোন সফরে অংশ নিয়েছিল বা নামাযে অংশ নিয়েছিল বা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে অংশ নিয়েছিল , আর তারা যারা মুসাফির এবং সেই সকল প্রানী যারা তোমাদের আয়ত্বে রয়েছে প্রত্যেকের সাথেই এহসান বা অনুগ্রহ কর। খোদা তা'লা এমন ব্যক্তিকে নিজের বন্ধু হিসেবে রাখেন না যারা দাম্ভীক, অহংকারী এবং অন্যের প্রতি দয়া বা অনুগ্রহ করেনা।

এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা অন্যত্র প্রদান করেছেন যে তোমরা মা বাবার সাথে সদাচরন কর, নিকটাত্মীয়ের সাথে, এতীমদের সাথে, মিসকীনদের সাথে, তোমাদের আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশির সাথে, চাকরের সাথে ও দাসদের সাথে সদাচরন কর। তারপর প্রাণীদের উল্লেখ রয়েছে। প্রথমে শুধু প্রাণীর উল্লেখ ছিল তারপর এর বিস্তারিতও উল্লেখ করেছেন, ঘোড়া, ছাগল, মহিষ, গরু এবং চতুষ্পদ জন্তু যা তোমাদের আয়ত্বে রয়েছে কেননা তোমাদের খোদা তা'লা উদাসীন ও স্বার্থপরদের ভালোবাসেন না। এই সহানুভূতির স্পৃহা ও নেকী করাকে তিনি চতুষ্পদ জন্তু পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। যেমন তিনি নাম নিয়ে নিয়ে স্পষ্ট করেছেন। অতএব, যেখানে চতুষ্পদ জন্তুর সাথেও আমাদের সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে সেখানে নিজেদের পরিবার ও স্ত্রী সন্তানদের কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তারপর ঠিক একই ভাবে পর্যায়ক্রমে বাকীদের সাথে (সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে)।

যারা অধিকার আদায় করেন না তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি দাম্ভীকতা, এদের মাঝে অহংকারী রয়েছে আর তারাই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার ও অকৃতজ্ঞতা করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা স্ত্রী সন্তান দিয়েছেন। মানুষ যদি তাদের সাথে উত্তম আচরন না করে তাহলে এটি আল্লাহ্ তা'লার অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বান্দার অধিকার সম্পর্কে বলেন, শরীয়তে দুই ধরনের অধিকার রয়েছে আর তা হল আল্লাহর অধিকার ও বান্দার অধিকার। তিনি বলেন কিন্তু আমি জানি যদি কেউ দুর্ভাগা না হয় আর যদি কেউ দুর্ভাগা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা আর যদি না থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অত্যন্ত সহজ কাজ যে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করবে। এ কারনে যে তিনি তোমাদের থেকে খাবার চান না, আর কোন ধরনের চাহিদা তাঁর নেই। তাঁর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই বলে তিনি তোমাদের কাছে কোন কিছু বলেন না। তিনি তো শুধু এটিই চায় যে তোমরা তাঁকে এক অদ্বিতীয় জ্ঞান কর এবং তার কোন শরীক নেই, তাঁর গুনাবলীর উপর ঈমান আনয়ন কর এবং তাঁর প্রেরিত ব্যক্তিদের উপর ঈমান আনয়ন করে তাদের আনুগত্য কর। কিন্তু বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে যেখানে আত্মা ধোকা দিয়ে থাকে। একারনে যতদুর সম্ভব বান্দার অধিকার সংরক্ষন ও সুরক্ষা করা উচিত। এমন যেন না হয় যে মানুষ অন্যের অধিকার হরনকারী সাব্যস্ত হয়। অতএব একজন মোমেনের জন্য শর্ত হল, সে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টজীবের অধিকার পরিপুর্ন ভাবে আদায় করবে এবং বিশেষ ভাবে তাদের অধিকার তো আদায় করবেই যাদের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর ন্যাস্ত করেছেন। শুধুমাত্র আর্থিক অধিকার আদায় করাই আবশ্যকীয় নয় বরং আবেগ অনুভূতির অধিকারও আদায় করা আবশ্যকীয়। কতক লোক বলে থাকে যে আমরা আমাদের পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূর্ণ করছি তারপরও তারা অকৃতজ্ঞতা করছে। অতএব স্ত্রী সন্তানদেরও বিশেষভাবে এই দৃষ্টিকোন থেকে নিজেদের স্বামী ও বাবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে যদি তিনি আর্থিক ও মৌলিক চাহিদা পূর্ণ করে থাকে কিন্তু সেই সাথে পুরুষদেরও স্মরন রাখা উচিত যে তাদের আবেগ অনুভূতিরও খেয়াল রাখা উচিত, এটিও অধিকার আদায়ের অন্তভূক্ত। উত্তম আচরন ও ভালো ব্যবহারও জরুরী। মানুষতো আর চতুষ্পদ জন্তু নয় যে তার খাবার দাবারের খোজ খবর রাখলেই ফরয আদায় হয়ে গেছে, মানুষের জন্য আবেগ অনুভুতিরও উত্তম আচরন জরুরী। অতএব এই বিষয়ের প্রতিও খেয়াল রাখা উচিত। তারপর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ঈমান পরিপুর্ণ করার জন্য দুই ধরনের অধিকার আদায় করা আবশ্যকীয় এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করে বলেন, ধর্মের দুটি অংশ। একটি হল আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসা এবং অপরটি হল মানব জাতিকে এতটা ভালোবাসা যে তাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করা এবং তাদের জন্য দোআ করা। অতএব এখানেও মানবজাতিকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে সেই একই ধারাবাহিক শ্রেণীবিন্যাস আসবে নিকটভাজনদের দৃষ্টিকোন থেকে। তারপর সাধারনভাবে সকলকে ভালোবাসা আর এমনভাবে ভালোবাসা যে তাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করা। আর আমরা যে না'রাহ দিয়ে থাকি "ভালোবাসা সবার তরে ঘৃনা নয় কারো পরে" এর ও বাস্তবতা এটিই যে

মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসায় এমনভাবে অগ্রসর হওয়া যেন তার বিপদাবলীকে নিজের বিপদ মনে করা। নিকটাত্মীয়দের সাথেই যদি সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুরত্ব থাকে তাহলে বাকীদের সাথে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আর কি হতে পারে।

অতএব এই ঈদে এই দৃষ্টিকোন থেকেও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সকলকে দৃষ্টি দেয়া উচিত, নিজেদের পরিবারে, আত্মীয়ের সাথে, নিজ পরিবেশে অন্যান্য লোকদের সাথে যেখানেই সম্পর্ক খারাপ রয়েছে তা দুর করার চেষ্টা করা উচিত এবং কঠোরতা ও দুরত্বকে নম্রতা ও নৈকট্যে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তালার গুনাবলীতো পরিপূর্ণ কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এটিও বলেছেন যে আমার গুনে গুনান্বীত হও এর উপর আমল করার চেষ্টা কর। আর এটিও আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন যেনিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই গুনাবলী যেন নিজের মাঝে ধারন করা হয় এবং সবদিক থেকে মানুষের সর্বাত্মক সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম আচরন ও অনুগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখানো হয় যেন ঈদের খুশি নিজ সত্ত্বা ও নিজের সীমিত পরিবেশেই সীমাবদ্ধ না থাকে বরং এই গণ্ডী থেকে বেরিয়ে সমাজেও ছরিয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকে একে অন্যের অধিকার আদায়কারী হয়ে যায়। তারপর জামাতের একত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যও অধিকার আদায় করা খুবই জরুরী, যেখানে এটি প্রকৃত আনন্দ দিয়ে থাকে সেখানে জামাতের উন্নতির বহিঃপ্রকাশও এতে নিহিত।

এ সম্পর্কে আমাদের দিক নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, সংবিধান এটিই হওয়া উচিত যে দুর্বল ভাইদের যেন সাহায্য করা হয় এবং তাদেরকে শক্তিশালী করা হয়। এটি কতটা অযৌক্তিক কথা যে দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন সাতার জানে এবং অপর জন জানে না, তাহলে প্রথম জন (যে সাতার জানে) তার দায়িত্ব কি হবে সে কি তাকে পানিতে ডুবতে দিবে না কি ডুবা থেকে তাকে বাচাবে। তার দায়িত্ব হল তাকে পানিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করা। একারনেই পবিত্র কুরআন করীমে এসেছে 'তাওয়াআনু আলাল বিররে ওয়াত্তাকওয়া' (আর তোমরা পুণ্যও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা কর।)। দুর্বল ভাইয়ের বোঝা বহন কর, কাজ কর্মে, ঈমানের ক্ষেত্রে এবং আর্থিক দুর্বলতায়ও তাদের সাথে শরীক হয়ে যাও। শারীরিক দুর্বলতারও চিকিৎসা কর। কোন জামাত জামাত হতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত না দুর্বলদেরকে শক্তিশালীরা সাহায্য না করবে, আর তাদের দোষ-ত্রুটি যেন গোপন করা হয়। সাহাবাদেরকেও এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছিল যে নতুন মুসলমানদের দুর্বলতা দেখে তোমরা রেগে যেও না কেননা তোমরাও এমনই দুর্বল ছিলে। ঠিক তদ্রুপ এটিও আবশ্যকীয় যে বড়রাও যেন ছোটদের খেদমত করে এবং ভালোবাসাপুর্ণ ও কোমল আচরন যেন তাদের সাথে করা হয়। দেখ, সেই জামাত জামাত হতে পারে না যে একজন অপরজনের বিরোধিতা করে, একে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টায় রত থাকে। আর যখন চার জন মিলে একত্রে কোন স্থানে বসে তখন এক গরীব ভাইয়ের সমালোচনা করে, দুবৃল ও গরীবদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং তাদেরকে ঘৃনার চোখে দেখে। এমনটি কখনই হওয়া উচিত নয় বরং সংঘবদ্ধ হওয়াতে যেন শক্তি লাভ হয় এবং একত্ব সৃষ্টি হয় যার ফলে ভালোবাসা ও কল্যাণ সৃষ্টি হয়। চারিত্রিক শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি করা উচিত। নিজের চরিত্রের মান উন্নত কর, বিস্তৃত কর আর এটি তখনই সম্ভব যখন সহানুভুতি, ভালোবাসা, ক্ষমা এবং দয়া সবার জন্য করা হবে। নিজ সহানুভুতি,ভালোবাসা, ক্ষমা ও মার্জনা সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখ, অন্যের উপকার সাধন করা উন্মুক্ত রাখ,আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনুগ্রহ, সহানুভুতি ও দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখাকে অগ্রগামী কর। যতদুর সম্ভব অন্যের উপর দয়া কর , তাদের প্রতি সহানুভতি প্রদর্শন কর, তাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখ। প্রত্যেকের এটি কাজ নয় যে অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখে তা প্রকাশ করবে। তবে হ্যাঁ, পাপ বা মন্দকাজ যদি জামাতী রুপ ধারন করতে যায় তাহলে যে এর জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত তাকে অবগত কর এমনটি যেন না হয় যে তাকে অবগত না করে সর্বত্র বলে বেরানো হচ্ছে। তিনি বলেন চোট খাট বিষয়ে এত বড় ধরপাকড় হওয়ার প্রয়োজন নেই যা মন ভাঙ্গার কারন হয়। জামাত তখনই হয় যখন একে অপরের প্রতি সহানুভুতিশীল হয়, দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে। যখন এই অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন এক সত্ত্বা হয়ে একে অপরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হয় এবং তাকে নিজ ভাইয়ের চেয়েও বড় মনে করে। খোদা তা'লাও সাহাবাদেরকেও নেয়ামতের এই পদ্ধতি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্মরন করিয়েছেন।তারা যদি স্বর্নের পাহাড়ও খরচ করত তবুও তারা সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন লাভ করত না যা তারারসুর করীম (সা.) এর মাধ্যমে লাভ করেছে। ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ তা'লা এই সিলসিলাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন আর সেই একই ধরনের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তিনি এখানেও প্রতিষ্ঠা করবেন।

অতএব আমাদের প্রত্যেক স্তরে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এটিই সেই বিষয় যা ঈদের প্রকৃত আনন্দ লাভকারী বানায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও তৌফিক দান করুন আমরাও যেন তার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হই, তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায়কারী হই এবং তাঁ বান্দার অধিকার আদায়কারী হই।

খুতবা সানীয়ার পর আমরা দোয়া করব, দোয়াতে আমরা এই দোয়া করব যে আমরা যেন প্রকৃত ইবাদতকারী হই এবং এমন মোমেন যারা বান্দার অধিকার আদায়কারী হবে। এটিও দোয়া করুন যে বর্তমানে যে সমস্ত স্থানে জামাতের সদস্যরা সমস্যায় রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা যেন তা দুরীভূত করেন, যে সমস্ত দুঃশ্চিন্তা ও অস্থিরতা রয়েছে জামাতীভাবে আল্লাহ্ তা'লা যেন তা দুরীভূত করেন, যারা বিভিন্ন মোকদ্দমায় গ্রেফতার আছেন তাদের সে সমস্ত অস্থিরতা দুর করুন এবং তাদেরকে সে সমস্ত মোকদ্দমা থেকে মুক্তি দান করুন। বিশেষভাবে পাকিস্তানে কতক আল্লাহ্‌র পথে বন্দী আছেন, আলজেরিয়াতেও কতক আল্লাহ্‌র পথে বন্দী আছেন তাদের জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন,আর যে কোন দিক থেকেই হোক যারা যে কোন ধরনের দুঃখ কষ্টে জর্জরিত আছেন তাদের দুঃখ কষ্ট দুর করুন।

খুতবা সানীয়া এবং ইজতেমায়ী দোয়ার পর হুযূর(আই.) বলেন.'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্, সকলকে ঈদ মোবারক এবং এম.টি.এ. এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকলকে ঈদ মোবারক। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের প্রত্যেককে ঈদের প্রকৃত আনন্দ লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

ভাষান্তর: **নাবিদ আহমদ লিমন**
মুরব্বী সিলসিলাহ